দৈনিক ইনকিলাব · 060

তারিখ 8 SEP 1986
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

উপজেলা পরিক্রমা

কসবা

।। খ আ ম রশিদুল ইসলাম ।।

তিতাস বিধৌত ঐতিহ্যবাহী ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার একটি অন্যতম জনপদের নাম কসবা উপজেলা। আয়তন ৭৮·৯২ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ১,৮৭,৪১২ জন। তার মধ্যে ৭৯,৩২১ জন পুরুষ এবং ৮,৯৭৯ জন মহিলা। মোট ১০টি ইউনিয়ন ও ২৩৩টি গ্রাম রয়েছে। এ উপজেলার উত্তরে আখাউড়া উপজেলা, দক্ষিণে (কুমিল্লা)-র দেবীদ্বার, পূর্বে ভারতের আগরতলা, পশ্চিমে নবীনগর উপজেলা।

যোগাযোগ

যোগাযোগের ক্ষেত্রে কসবা উপজেলা অনেকটা পশ্চাদপদ। ১৫ মাইল পাকা রাস্তা, ৪০ মাইল কাঁচা রাস্তা ও ১০ মাইল রেলপথ রয়েছে। কসবা উপজেলা সদরের রাস্তাগুলো বিভিন্ন কারণে গুরুত্বপূর্ণ হলেও রাস্তার প্রস্থ এত কম যে, লোকজনের চলাচলে এবং রিকশা ও অন্যান্য যানবাহন চলাফেরা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাপার।

কসবা উপজেলা থেকে জেলা সদর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দূরত্ব (কুটি হয়ে) প্রায় ২৪ মাইল। অথচ প্রস্তাবিত কসবা-সৈয়দাবাদ সড়কে জেলা সদরের দূরত্ব মাত্র ১৪ মাইল।

জেলা সদরের সঙ্গে যাতায়াতের ক্ষেত্রে এ সড়কে চলাচলে কম সময় এবং কম খরচে যাতায়াত করা যায়। তাছাড়া কসবাবাসীর দুঃখ উপজেলা সদরের ভগ্ন সেতুটি। উপজেলাবাসীর বহুদিনের দাবী আজও বাস্তবায়িত হয়নি। বর্ষাকালে এলাকার বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী এবং জনসাধারণের যাতায়াত ব্যবস্থায় এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে।

শিক্ষা

এ উপজেলায় শিক্ষিতের হার ২৬% জন। মহাবিদ্যালয় ২টি, হাই স্কুলের সংখ্যা ১৫টি, জুনিয়র হাই স্কুল ৫টি, উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ১টি, সিনিয়র মাদ্রাসা ৪টি, প্রাথমিক বিদ্যালয় ৭৯টি। কিন্তু সবগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত।

কৃষি

কসবা উপজেলার প্রধান জীবিকা হচ্ছে কৃষি। তবে কৃষি ক্ষেত্রের দুরবস্থার কারণে এ উপজেলা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারছে না। যদিও উপজেলায় আবাদী জমির পরিমাণ ৪৪,৮০০ একর। সেকেলে চাষাবাদ ব্যবস্থার ফলে আশানুরূপ ফলন হচ্ছে না। উপজেলা সদরে প্রবাহিত ক্ষয়িষ্ণু "বিজনা" নদীটি ড্রেজিং করা হলে সেচের আওতাধীন জমির পরিমাণ আশাতিতভাবে বাড়বে এবং ফসল উৎপাদন বর্তমানের চেয়ে দ্বিগুণ হবে।

প্রধান ফসল ইরি, বোরো, পাট, সরিষা ইত্যাদি।

বিনোদন

বিনোদনের ক্ষেত্রে এ উপজেলার চিত্র অত্যন্ত করুণ। এ ক্ষেত্রে কসবাবাসী বহুদিন থেকে উপেক্ষিত। বিনোদনের ক্ষেত্রে কসবা উপজেলায় রয়েছে মাত্র একটি প্রেক্ষাগৃহ। তাও আবার উপজেলা সদর থেকে ৪ মাইল দূরে।

চিকিৎসা

কসবা উপজেলায় একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং দু'টি উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। একমাত্র স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিতে ওষুধ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশের অভাব লেগেই আছে। ফলে, দূর-দূরান্ত থেকে আগত সাধারণ ও গরীব রোগীরা তাদের সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।